যায়যায়দিন

তারিখ ... 14 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ .....

সন্ত্রাসের দায়ে ছাত্রলীগের দুই শীর্ষ নেতা গ্রেপ্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

ছাত্রলীগের চেইন অফ কমান্ড ফিরিয়ে আনতে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিরোধী গ্রুপের দুই শীর্ষ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার গভীর রাতে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুর রহমান ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক সোহেল রানা টিপুকে মগবাজারের বাসা থেকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করে। সোমবার সন্ধ্যার পর তাদের রমনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

র‍্যাবের মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক এ কে আজাদ জানিয়েছেন, রোববার রাত আড়াইটায় র‍্যাব ২-এর সদস্যরা ওই দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করার অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরপর এ দুই ছাত্রলীগ নেতা বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। গড়ে তোলেন আলাদা বলয়। সর্বশেষ

র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রনেতা আশরাফুর রহমান ও সোহেল রানা টিপুর মুক্তির দাবিতে সোমবার ছাত্রলীগের একটি অংশ ঢাবি ভিসি অফিস ঘেরাও করে -যায়যাদি

শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করলে দুই গ্রুপের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরো প্রকট হয়। আশরাফ-মিঠু ছাত্রলীগের শীর্ষ পদ অর্জনের জন্য বর্তমান কমিটিকে ব্যর্থ ও মেয়াদোত্তীর্ণ আখ্যা দিয়ে নতুন কমিটির জন্য ঢাবি ক্যাম্পাসে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এতে ভেঙে পড়ে ছাত্রলীগের চেইন অফ কমান্ড। কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে পাশ কাটিয়ে ছাত্রলীগের সাধারণ নেতাকর্মীদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে আশরাফ-মিঠু গ্রুপ।

এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। জানা যায়, এ সময় শেখ হাসিনা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার কঠোর নির্দেশ দেন। ছাত্রলীগের সাধারণ নেতাকর্মীরা মনে করছেন, এ কারণেই আশরাফ-মিঠুকে গ্রেপ্তার করা হলো।

এদিকে কেন্দ্রীয় এ দুই নেতার আটকের সংবাদ পেয়ে রাতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আশরাফ-মিঠুর সমর্থকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে রাত ৩টায় তারা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। পরে ঢাকা গ্রেপ্তার : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

গ্রেপ্তার : ছাত্রলীগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কে এম সাইফুল ইসলাম খান আটককৃতদের মুক্তির আশ্বাস দিয়ে তাদের শান্ত করেন। সোমবার সকালে নেতাকর্মীরা আবার আটককৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ-সমাবেশ এবং উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট করছিল আশরাফ-মিঠুর সমর্থকরা।

অন্যদিকে এ গ্রেপ্তারের ঘটনায় আনন্দ প্রকাশ করেছে রিপন-রোটন গ্রুপের সমর্থকরা। সভাপতি রিপন সমর্থক হিসেবে পরিচিত জহরুল হক হলের ছাত্রলীগ নেতা শামসুল ইসলাম রাহাত যায়যায়দিনকে জানায়, আশরাফ-মিঠু এতোদিন ক্যাম্পাসে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাদের ছাত্রলীগ থেকে স্থায়ী বহিষ্কার ও যথাযথ শাস্তি দাবি করেন তিনি।

ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহসভাপতি মামুনুর রশীদ বলেন, এ ঘটনায় মনে হয় শেখ হাসিনা ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে আন্তরিক। তিনি শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান, অবিলম্বে সহাবস্থান নিশ্চিত করে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ব্যবস্থা নেবেন।